মেহেরপুরে সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় মানববন্ধন

মেহেরপুরের আমঝুপিতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বেসরকারি টিভি “চ্যানেলটোয়েন্টিফোরের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও জবাবদিহি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেলের উপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঘন্টাব্যাপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে মেহেরপুর প্রেসক্লাব ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

আজ বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এই দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর প্রেসক্লাবের আহবায়ক মহসিন আলী আঙ্গুর।

বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেন, আলামিন হোসেন, প্রেসক্লাবের সাবেক উপদেষ্টা ও বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন আরণ্য, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিক উল আলম, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রিন্স, গাংনী রিপোর্টার ক্লাবের সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু, সামাজিক সংগঠণ “জাগো মেহেরপুর” এর মুখপাত্র সোয়েব রহমান,আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কর্মী দিলারা পারভীন, সামাজিক সংগঠন উই আর ফর পিপলস এর সংগঠক খন্দকার মুইজ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক সমাজের দর্পণ। সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেন সাংবাদিকরা। তাদের উপর বর্বরোচিত হামলা মানে পুরো সমাজের উপর হামলা। তারা বলেন, উন্নয়নে মেহেরপুরে এগিয়ে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা জেলার নানা ধরনের অসঙ্গতি যেমন তুলে ধরছেন, তেমনি সমাজের উন্নয়ন নিয়েও কাজ করছেন। সমাজের এই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতেই দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবেই দুই সাংবাদিকের উপর হামলা চালিয়েছে। এই হামলার সাথে জড়িতদের আটক করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব দুস্কৃতিকারীদের সাথে যারা জড়িত তাদেরও খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ বিভাগের কাছে অনুরোধ জানান

বক্তারা। এই বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন সাংবাদিকবৃন্দ।

মানববন্ধনে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংস্থা, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ যোগ দেন।

উল্লেখ, গত সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপিতে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হন। এই ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হন বেসরকারি টিভি “চ্যানেল ২৪” এর মেহেরপুরের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র নামের একটি এনজিও সংস্থার দপ্তরের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় এজাহার নামীয় ৭ ও অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার প্রধান আসামি আকাশ (২৮) ও দুই নং আসামি আবু লায়েসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মেহেরপুরে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার দুই সাংবাদিক, আটক ২

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন বেসরকারি টিভি “চ্যানেল ২৪” এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান।

আজ সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা বারোটার দিকে আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) নামের একটি এনজিও সংস্থার দপ্তরের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এসময় আরো আহত হন জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি

সিরাজুদ্দোজা পাভেল। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হামলার ঘটনায় আবু লায়েস ও জিয়াউর রহমান নামের দুই দুর্বৃত্তকে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, আজ সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি নামক স্থানে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন। এঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যান সাংবাদিকরা।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা উক্ত দুর্ঘটনার সাথে জড়িত থাকায় সংস্থাটির দপ্তরের সামনে জড়ো হয় সাধারণ মানুষ। এ সময় উক্ত জটলার ছবি তুলতে গেলে ৮/১০ দূর্বৃত্ত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানের উপর চড়াও হয়। এসময় তারা লাঠিসোটা নিয়ে হামলা শুরু করে। দূর্বৃত্তদের হাত থেকে সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেলের উপরেও হামলা করে তারা। এ সময় আহত হয় এই দুই সাংবাদিক। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আহত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে ভিডিও ফুটেজ ধারণ করার এক পর্যায়ে কিছু ব্যক্তি অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি কিল ঘুষি ও লাঠি সোটা নিয়ে আঘাত করে। হামলার সময় ভিডিও ফুটেজ নেওয়ার জন্য গালিগালাজ করছিল তারা। হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করে হামলাকারীরা।

হামলার ঘটনায় থানায় মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন এই দুই সাংবাদিক।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখ কনি মিয়া জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পৌঁছায়। হামলাকারীদের মধ্যে থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। কিছু সঙ্ঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ থেকে হামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আল্টিমেটাম দিয়েছে মেহেরপুর প্রেসক্লাব। উদ্ভূত এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

উৎসব উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শুরু হয় ভোট গণনা কার্যক্রম। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ।

প্রেসক্লাবের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে রাজীব হাসান কচি-নাজমুল হক স্বপন প্যানেল ও ফাইজার চৌধুরী-বিপুল আশরাফ প্যানেল।

অপরদিকে, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের নির্বাচনেও দুটি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। একটিতে শেখ সেলিম-এমএ মামুন ও অপরটিতে সরদার আল-আমিন-কামরুজ্জামান চাঁদ।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন, প্রেসক্লাবের সভাপতি পদে রাজীব হাসান কচি ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী ফাইজার চৌধুরী পেয়েছেন ২২ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে বিপুল আশরাফ ২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী নাজমুল হক স্বপন পেয়েছেন ২১ ভোট। সাংবাদিক সমিতির সভাপতি পদে সরদার আল আমিন ২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী শেখ সেলিম পেয়েছেন ১৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে কামরুজ্জামান চাঁদ ২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী এমএ মামুন পেয়েছেন ২১ ভোট।

প্রেসক্লাবের অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, সহসভাপতি পদে রফিক রহমান ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম

জানায়ারি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরে পারিবারিক প্রতারণা ও নির্যাতনে অভিযোগে যুবকের সংবাদ সম্মেলন

পারিবারিক প্রতারণা, নির্যাতন, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ও বাবার হত্যাকারীদের বিচার চেয়ে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন রাসেল আহমেদ নামের এক যুবক। গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তিনি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, তার বাবা রাজু কামল ছিলেন মেহেরপুরের বীজ ব্যবসায়ী। তার বাবার নগদ অর্থ ও সম্পত্তি আত্মসাত করার লক্ষ্যে তার মা খুশি, দুই চাচা জয়নাল ও নবাব, বোন রাখি ও ভগ্নিপতি মামুন এক জোট হয়ে তার বাবাকে হত্যা করে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়েছে।

এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে তার চাচা, মা এবং বোন জবাই তাকে নানাভাবে নির্যাতন করে আমাকে পাগল সাজানোর চেষ্টা করে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আইন অনুযায়ী আমার বাবার হত্যার বিচার দাবি করছি। তার বাবার মৃত্যু তার কাছে রহস্যজনক মনে হয়েছে।

তিনি বলেন, বাবার মৃত্যুর পর যখন হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে যায় তখন সেই লাশ তারা বাড়িতে ঢোকাতে দেয়নি। এমনকি ওই সময় আমার বোন ও ভগ্নিপতি কাউকে দেখা যায়নি। পরে দাদির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবার লাশের দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়। ওই সময় আমার বোন ও ভগ্নপতি সেখানে আসে। তারা চার থেকে ৫ ঘন্টা কোথায় ছিলো। বাবার মৃত্যুর পর তারা বাবার আলমারি থেকে নগদ টাকা ও জমির দলিল গাংনীতে রেখে আসতে গিয়েছিলো।

বাবার মৃত্যুর পর সঞ্চয় অফিস ও রুপালি ব্যাংক থেকে ওয়ারিশ হিসেবে আমার মা প্রায় দেড় কোটি টাকা তুলে আত্মসা’ করেছে। আমি ওই সব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে স্টেটমেন্ট চাইলেও আমাকে দেওয়া হয়নি।

রাসেলের স্ত্রী বলেন, আমার যখন প্রথম সন্তান পেটে আসে তখন শাশুড়ি মা আমার পেটের সন্তান নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে একইভাবে দ্বিতীয় সন্তান যখন পেটে আসে তখন তার খালা সেটাও নষ্ট করার চেষ্টা করে বিভিন্ন ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। আমি না খাওয়াতে তারা তখন আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে আমার সন্তানকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যই এটা করা হয় যাতে করে মামুনের কোন ওয়ারিশ না থাকে এবং সম্পত্তির ভাগ না পায়।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, কোষাধাক্ষ দিলরুবা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানাসহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করলেন তানভির সোহেল

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করেছেন সাংবাদিক তানভির সোহেল। তিনি আজ শুক্রবার রাতে প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদকসহ প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন।

তিনি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ও জাতীয় দৈনিক সমকালের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

আলমডাঙ্গায় মূল ধারার যে ক’জন সাংবাদিক দীর্ঘদিন যাবত সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এর মধ্যে তিনি অন্যতম। আজ শুক্রবার তিনি তার পদত্যাগ পত্র সাংগঠনিক সম্পাদকের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।

[redacted]

[redacted]

দর্শনা প্রেসক্লাবে ডিউকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সদস্য ও বাংলাদেশ বেতারের জেলা সংবাদদাতা এবং চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার প্রকাশক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এ্যাডভোকেট তছিরুল আলম মালিক ডিউকের মৃৃত্যুতে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

আজ বুধবার সন্ধায় দর্শনা প্রেসক্লাব ভবনে প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাবেক সাধারন সম্পাদক ওসমান আলী, সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ।

এসময় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেন, এ্যাড. তছিরুল আলম মালিক ডিউক তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা শহর থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার প্রকাশক, বাংলাদেশ বেতারের জেলা সংবাদদাতা, চুয়াডাঙ্গা ওয়াইছিয়া জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সদস্য ছাড়াও চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতের আইনজীবী ছিলেন। তিনি গতকাল মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শহরের টাউন মাঠের অপর পাশে অবস্থিত নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। পরে বাদ মাগরিব তাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফনকাজ সম্পন্ন করা হয়।

তিনার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ সহ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডলের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, যুগ্ন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক এফএ আলমঙ্গীর হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, হাসমত আলী, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

ডিএফপির ভূয়া ও অসত্য তালিকার ব্যপারে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ডিএফপির মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হারি নিয়ে সম্প্রতি ভূয়া ও অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে একটি মহল।

এনিয়ে সতর্ক থাকার জন্য বুধবার (১০ জানুয়ারি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার নিয়ে একটি ভূয়া, অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে, যা এ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সরকারের নীতিমালা মোতাবেক নিয়মিতভাবে মিডিয়া তালিকা হালনাগাদ করে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.dfp.gov.bd। ডিএফপির ওয়েবসাইট ব্যতীত অন্য কোন অনলাইন বা সামাজিক মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ করা হয় না।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ভুল তথ্য সম্বলিত তালিকার বিষয়ে এ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মহুলের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের সাথে সংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলাবার সকাল সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ ভাষা সৈনিক মুসা মিয়া আইসিটি সেন্টারে এই মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন জেলার মানুষের প্রত্যাশা পুরণের অঙ্গীকার নিয়ে আমি সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়েছিলাম। ঝিনাইদহ-২ আসনের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করেছেন। আমি ভোটারদের সেই প্রত্যাশা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করবো। এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর ঝিনাইদহ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা নিয়েও তিনি কথা বলেন। সাংবদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই বরং ঈগল সমর্থকরাই হামলার শিকার হচ্ছে। কোথাও কোথাও ব্যক্তি ও সামাজিক আক্রোশ থেকে এগুলো হচ্ছে, তবে আমার বার্তা হলো এগুলো যারা করবে তারা নিজ দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে আমি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলেছি আপনারা কোন দলীয় পরিচয় দেখবেন না সহিংসতার সাথে যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসেন।

সংবাদ সম্মেলন চলাকালে ঝিনাইদহ-৩ আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহ উদ্দীন মিয়াজী উপস্থিত হয়ে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং ঝিনাইদহের উন্নয়নের জন্য সকলকে নিয়ে এক সাথে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেণ।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দার, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম জাহেদী হিজল, নবনির্বাচিত এমপি’র ভাই আবু শাহরিয়ার জাহেদী পিপুল, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরণ ও জাহেদী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য তবিবুর রহমান লাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থি ছিলন।

সংবাদ সম্মেলনে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল আরও বলেন, মিডিয়ায়

ঈগল সমর্থকরা নৌকার সমর্থকদের উপর হামলা করছে বলে যে খবর প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং একপেশে নিউজ প্রকাশিত হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেণ। সাংবাদিকদের সবকিছু জেনে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে উভয় পক্ষের বক্তব্য নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের আহবান জানান। তিনি বলেন, আমি শান্তিতে বিশ্বাসী, আমি উন্নয়নে বিশ্বাসী। ভোটের আগে আমি ঝিনাইদহ-২ আসনের মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পুরণ করতে আমি চেষ্টা করবো। জেলায় রেল পথ, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামাজিক উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাব। তবে একক ভাবে এমপি সবকাজ পারেনা সকলের সহযোগীতায় প্রয়োজন রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার সমর্থকদের বলেছি কোন হামলা- মামলা বা কারো বাড়িঘরে ভাংচুর করা যাবে না। ভোট শেষ হয়ে গেছে এখন সবাই ভাই ভাই হিসেবে সমাজে বসবাস করতে হবে এক সাথে চা খেতে হবে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। সৌহার্দ্য ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে হবে, আমি হানাহানীতে মোটেও বিশ্বাসী নয় ভালবাসা দিয়ে সমাজকে বদলাতে হবে।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তি সহিসংতা বন্ধের দাবিতে পরাজিত প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা। পরাজিত প্রার্থীর নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারধর, তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এসকল অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার দুপুরে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান তার বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আপনাদের (সাংবাদিকদের) অভিজ্ঞতার আলোকে নিশ্চয় জানেন যে, নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর কর্মি সমর্থকরা পরাজয়ের লজ্জায় এবং নানাবিধ হুমকি ধমকির কারণে কিছুদিন

ভয়ে ভয়ে আড়ালে আবডালে এবং ঘরেই অবস্থান করেন। অন্য দিকে সহিংসতা ও সংঘর্ষের আশঙ্কায় বিজয়ী প্রার্থী স্বয়ং তার কর্মিসমর্থকদের আনন্দ মিছিল সাধারণত করতে দেন না এবং সহনশীল আচারণ করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রীও বরাবরই তা নিষেধ করেন।

কিন্তু মেহেরপুর- মুজিবনগরে বিজয়ী প্রার্থী প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আওয়ামীলীগ নেতা কর্মিদের শয়তান বলে আখ্যা দিয়ে আগে থেকেই তার কর্মিসমর্থকদের উসকানি দিয়ে রেখেছেন। নির্বাচনের দিন জানুয়ারি বিকেল ৪টায় ভোট শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রকেট গতিতে সুবিদপুর কেন্দ্রের ভোট গনণার শেষে ফলাফল ঘোষনা করা হয়। এরপর সেখানে এবং দুই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা ও হিংস্রতা শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে।

গতকাল সোমবার রাতে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের লোকজন মিছিল সহকারে গিয়ে মুজিবনগর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রবীন আওয়ামীলীগ নেতা জেলা আওয়ামীলীগ এর সহ সভাপতি জনাব জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের বাসায় হামলা চালায় ইট পাটকেল ছোড়ে এবং তার লোকজনকে মারধর করে। এসময় এলাকা বাসী আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ করলে সংঘর্ষ বাধে এতে উভয় পক্ষের লোকজন আহত হয়। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও তার লোকজন প্রানভয়ে আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্য বাইরে যেতে পারছেন না। এছাড়াও একই উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের আওয়ামীলীগ কর্মি লালনের বাড়িতে হামলা করা হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা ও কালীগাংনী গ্রামে মহিলা মেম্বার বুলবুলি খাতুন ও মহিলা মেম্বার রহিমা খাতুন ভেজালীকে মেরে আহত করা হয়েছে। বুলবুলিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়। কালীগাংনীর অনেকে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া। তেরোঘরিয়া বিল দখল করে নিয়েছে, যতারপুরে সাহেব আলীর কলা বাগান ও পেঁপে বাগান তছরুপাত করে। সোনাপুরে ছফর আলীর বাড়িতে হামলা করা হয়েছে, উজলপুরে মনছুদ্দিন ও তার পরিবারকে মারধর করেছে নৌকার কর্মি গোলাম মেম্বার, গোভীপুরে আছুনুর রহমান গোপালের উপর হামলা করেছে ইউপি চেয়ারম্যান ও তার লোকজন, আশরাফপুরে হায়দার ও নিজাম সহ ১০/১২ জন আওয়ামীলীগ কর্মিকে মারধর করেছে ও বাড়িছাড়া করেছে, দক্ষিণ শালিকায় ওসাইদ মেম্বারের অফিসে হামলা করেছে, রাধাকান্তপুরে ইসমাইল মেম্বারের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করেছে, চাঁদবিলে হাবিবের বাড়িতে হামলা করায় সে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া, বর্শিবাড়িয়াতে ৮/১০ টি মাটরসাইকেল যোগে প্রতিমন্ত্রীর সমর্থকরা

রামদাসহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে পরাজিত ট্রাক প্রতিকের লোকজনকে খুজতে থাকে, মেহেরপুর পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতির অফিসে তালা দিয়েছে। এছাড়াও প্রতিনিয়তই হামলার ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এর অবসান না হলে হামলার শিকার ব্যক্তিরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে ঘুরে দাড়ালে আরো মারাত্মক সংঘর্ষ ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর চাপে কোন আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং ভোটে যে কারচুপি হয়েছে তা আপনারাও বুঝতে পেরেছেন।